প্রচলিত উপসর্গ-ভাবনা : নতুন জিজ্ঞাসা

মো. সোহেল রানা*

[**সারসংক্ষেপ :** বাংলা শব্দগঠনে উপসর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে উপসর্গ-সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনে অনেক ক্ষেত্রেই গরমিল লক্ষ করা যায়। এ নিবন্ধে উপসর্গকেন্দ্রিক আলোচনায়, বিশেষ করে বাংলা, তৎসম ও বিদেশি উপসর্গের কিছু কিছু উপসর্গ পূর্ণ শব্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আরও কিছু নতুন উপসর্গ আত্তীকৃত করা যায়, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। আবার এ কথাও বলা যায়, উপসর্গ যদি একধরনের অব্যয় হয়, তাহলে অধিকাংশ উপসর্গই আর উপসর্গ হিসেবে বিবেচিত হয় না, এ নিবন্ধে তা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য উপসর্গের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ গুরুত্বের দাবিদার। কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণে উপসর্গকেন্দ্রিক নিয়ম-কানুনের অসংগতি উপসর্গের বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে অনেকাংশেই ক্ষুণ্ন করেছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। উপসর্গের সংজ্ঞায়ন, বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার-বিধি আলোচনায় নতুনতর বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে উপসর্গের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ অনুধাবনই এ নিবন্ধের প্রধান লক্ষ্য ও প্রাথমিক প্রয়াস।]

সংকেত শব্দ : শব্দগঠন, উপসর্গ, রূপতত্ত্ব, রূপমূল, প্রত্যয়।

ভাষা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনও পরিবর্তিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা ভাষার আমূল পরিবর্তন হয়েছে এ কথা যেমন সত্যি; তেমনিভাবে কথ্য ও প্রমিত চলিত বাংলা ভাষার আদলে একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ-গ্রন্থ একুশ শতকে এসেও আমাদের চোখে পড়ে না। বাংলা ব্যাকরণ হিসেবে আমরা যা পড়ছি, তা আসলে সংস্কৃতানুসারী ব্যাকরণের আর একটা রূপ মাত্র। রক্ষণশীল চিন্তা-ভাবনা, যথার্থ গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে বাংলা ব্যাকরণচর্চা যেন আঠারো শতকেই পড়ে আছে। মূলত বাংলা ভাষা তার স্বকীয়তা অনুযায়ী পরিবর্তন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু বাংলা ব্যাকরণের রূপটি রয়েছে অপরিবর্তিত। এই বিষয়টি নিয়ে তেমন কোনো গবেষণাকর্ম চোখে পড়ে না। অথচ ব্যাকরণ ভাষাকে মার্জিতভাবে সকলের বোধগম্য করে উপস্থাপন করে।

'প্রচলিত উপসর্গ-ভাবনা : নতুন জিজ্ঞাসা' শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন মনীষীর মতামত বিশ্লেষণ করা হবে। এর পাশাপাশি একুশ শতকের উপযোগী কিছু বিষয় যা দীর্ঘদিন প্রচলিত উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেই বিষয়গুলো সামনে আনা হবে। বিশেষ করে উপসর্গের সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার-বিধি বিশ্লেষণ করে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উপস্থাপিত হবে। ফলে উপসর্গের উপযোগিতা যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সকলের নিকট বোধগম্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উপসর্গ নিয়ে তেমন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত না হলেও বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে উপসর্গ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *উপসর্গ-সমালোচনা* (২০১১) নামক নিবন্ধে উপসর্গ

*প্রভাষক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, লাহিড়ী ডিগ্রি কলেজ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুকুমার সেন *ভাষার ইতিবৃত্ত* (২০১৫), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (২০০৮), জ্যোতিভূষণ চাকী *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (২০০১), মুহম্মদ এনামুল হক *ব্যাকরণ মঞ্জরী* (২০০৯), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (২০০৮), রফিকুল ইসলাম *বাংলা ব্যাকরণ সমীক্ষা* (১৯৯৮), পবিত্র সরকার *পকেট বাংলা ব্যাকরণ* (২০১১), *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ* (২০১৪), মহাম্মদ দানীউল হক *ভাষাবিজ্ঞানের কথা* (২০১১), যতীন সরকার *ব্যাকরণের ভয় অকারণ* (২০১৫), শিশির ভট্টাচার্য্য *বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখা* (২০১৬), বামনদেব চক্রবর্তী *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ* (২০১৫) প্রভৃতি গ্রন্থে উপসর্গের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করলেও এ প্রবন্ধে প্রতীয়মান হয়ছে যুগের প্রয়োজনে বেশকিছু জায়গায় পরিবর্তন, পরিমার্জনের প্রয়োজন। সেই প্রয়াসেই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা।

বাংলা ব্যাকরণে শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বে উপসর্গ আলোচনা করা হয়। কিছু কিছু উপসর্গ পূর্ণ শব্দ এবং বাক্যে তার যে স্বাধীন প্রয়োগ বিদ্যমান— তা রূপতত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। রূপ তৈরি করে শব্দ। পবিত্র সরকার বলেছেন, "রূপ হল ভাষার অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ভাষাখণ্ড" (পবিত্র সরকার, ২০১১ : ৫৭)। ভাষাবিজ্ঞানী মহাম্মদ দানীউল হক বলেছেন, "ক্ষুদ্রতম বাক্যিক একক হলো রূপমূল। ব্যাখ্যা করে বললে বলা যায় যে, এক বা একাধিক সহযোগে গঠিত ক্ষুদ্রতম বাক্যিক একক, যার দ্বারা কোনো অর্থ (বা অর্থের রেশ) প্রকাশ পায় তাকে রূপমূল বলে" (দানীউল, ২০১১ : ১৫৯)। তাহলে বলা যায়, রূপ (Morph)-এর নিজস্ব অর্থ বিদ্যমান। সাধারণভাবে রূপমূলকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় :

১. মুক্ত রূপমূল (Free Morpheme)

২. বদ্ধ রূপমূল (Bound Morpheme)

যে রূপমূলগুলো নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ ধারণ ও প্রকাশ করতে পারে তাকে মুক্ত রূপমূল বলে। যেমন– আমি বাড়ি থাকি। এই বাক্যে প্রাথমিক বিচারে তিনটি শব্দ বা রূপমূল পাওয়া যাবে। এর প্রথম দুটি মুক্তরূপমূল। 'থাকি' শব্দে একাধিক রূপমূল আছে : থাক্- ই। -ই নিজে কোনো অর্থ ধারণ বা প্রকাশ করে না, কিন্তু অন্যরূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হলে তার দ্বারা আংশিক অর্থ জ্ঞাপিত হয়, তাই এটি বদ্ধরূপমূল। অর্থাৎ অন্যরূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হলে পরে যেসকল রূপমূল অর্থের গৌরব লাভ করে সেগুলোকে বদ্ধরূপ বলে। বাংলা ভাষার প্রকৃতি-প্রত্যয়, অনুসর্গ-উপসর্গ এবং বিভক্তির মতো সকল কিছুই বদ্ধরূপমূলের অন্তর্ভুক্ত। (দানীউল, ২০১১ : ১৬২)

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সব উপসর্গই বদ্ধ রূপমূলের অন্তর্গত এমন মন্তব্য আলোচ্য প্রবন্ধে প্রতীয়মান হয় না। উপসর্গ বদ্ধরূপমূলের অন্তর্ভুক্ত তাঁর এমন বক্তব্য আলোচ্য প্রবন্ধে বিতর্কের সৃষ্টি করে। কারণ কিছু কিছু উপসর্গ রূপমূলের দৃষ্টিতে মুক্ত রূপমূল। বাক্যে এগুলোর স্বাধীন প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন– 'আমি উপকারের প্রতিদান দিতে চাই'— এ বাক্যের 'প্রতি' উপসর্গটি বদ্ধ রূপমূল। 'নিজের প্রতি খেয়াল রেখো'– এ বাক্যে 'প্রতি' মুক্ত রূপমূল এবং মৌলিক ও পূর্ণ শব্দ হিসেবেই আলোচ্য প্রবন্ধে বিবেচিত হয়।

উপসর্গ-সংক্রান্ত প্রচলিত মত আলোচ্য প্রবন্ধে অনেকক্ষেত্রেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বাংলা, তৎসম ও বিদেশি– এ তিন ধরনের উপসর্গে প্রচলিত গরমিল বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপসর্গ আলোচনায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উপসর্গের সংজ্ঞা দিয়েছেন, "প্র, পরা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ধাতুর পূর্বে বসিয়া একই ধাতুর নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করে, ইহাদিগকে উপসর্গ (prefix) বলে।" (শহীদুল্লাহ, ২০০৮ : ১১১)

সুকুমার সেন বলেছেন :

কোন পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য অপর একটি পদ অব্যবহিত পূর্বে সমাসবদ্ধ অথবা বিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। সমাসবদ্ধ পূর্বগামী এমন পদকে সংস্কৃতে বলে উপসর্গ বা

> গতি (Preposition)। অন্যথা সংস্কৃত ব্যাকরণে বলে কর্মপ্রবচনীয়, ইংরেজীতে (Preposition), বাঙ্গালায় উপসর্গ। (সুকুমার, ২০১৫ : ২০৫)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

> সংস্কৃতে কতকগুলি অব্যয়-শব্দ আছে, এগুলি ধাতুর পূর্বে বসে এবং ধাতুর মূল ক্রিয়ার গতি নির্দেশ করিয়া, উহার অর্থের প্রসার, সঙ্কোচ বা অন্য পরিবর্তন আনয়ন করিয়া দেয়। এই অব্যয়গুলির মধ্যে কতকগুলি আবার না-শব্দের সহিত কারকের সমন্ধকে বিশেষভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অব্যয়-শব্দকে উপসর্গ (Prefix) বলে। (সুনীতিকুমার, ২০০৮ : ১৭০)

মুহম্মদ এনামুল হক উপসর্গের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করেছেন :

> যে-সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে বসিয়া শব্দগুলির অর্থের সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য কোন পরিবর্তন সাধন করে, ঐ-সকল অব্যয় শব্দকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ (prefixes) বলে। উপসর্গের অর্থ-বাচকতা নাই, কিন্তু অর্থ-দ্যোতকতা আছে; অর্থাৎ উপসর্গ যখন নাম বা কৃদন্ত-শব্দের সহিত যুক্ত না হইয়া স্বাধীন থাকে, তখন তাহা কোন অর্থই প্রকাশ করে না, কিন্তু নাম বা কৃদন্ত-শব্দের সহিত যুক্ত হওয়া মাত্রই আশ্রিত শব্দকে অবলম্বন করিয়া বিশেষ-বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। (এনামুল, ২০০৯ : ৬৩)

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত নবম দশম শ্রেণির *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* পাঠ্যপুস্তকে উপসর্গের সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণে বলা হয়েছে :

> বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের সামনে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে, শব্দের অর্থের পূর্ণতা দেয়, অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পরিবর্তন ঘটায়। এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশেরই নাম উপসর্গ। উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে। (মুনীর ও মোফাজ্জল হায়দার, ২০১৮ : ৭২)

যতীন সরকার বলেছেন, "যে সকল অব্যয় জাতীয় শব্দ বা শব্দের অংশ অন্য শব্দের আগে বসে সে শব্দের অর্থ বদলিয়ে দিয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদেরকেই বলে উপসর্গ" (যতীন, ২০১৫ : ১৪৩)। উল্লিখিত ব্যাকরণবিদদের সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণে উপসর্গের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা যায় :

ক. উপসর্গ অব্যয়সূচক শব্দাংশ
খ. উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই
গ. উপসর্গ শব্দের সামনে বসে
ঘ. উপসর্গ নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে
ঙ. উপসর্গ শব্দের অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন ঘটায়।

এখানে উল্লিখিত ব্যাকরণবিদদের উপসর্গকেন্দ্রিক সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অব্যয় শব্দকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে এ উপসর্গগুলো নাম বা কৃদন্ত-শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হলে কোনো অর্থ প্রকাশ করে না এবং উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। গবেষণায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অনেক উপসর্গই পূর্ণ শব্দ হিসেবে বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলোর নিজস্ব অর্থ রয়েছে। ফলে উপসর্গকেন্দ্রিক উল্লিখিত প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলোতে কিছুটা গরমিল লক্ষ করা যায়।

উপসর্গ একধরনের অব্যয়সূচক শব্দাংশ, আবার উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই– ঢালাওভাবে উপসর্গ-সংক্রান্ত এমন মন্তব্য আলোচ্য প্রবন্ধে যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। "উপসর্গের সবগুলি উপসর্গ বা আদ্যপ্রত্যয় কিনা, তা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে। যেমন— 'পাতি', 'ভর' ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। বিদেশি, অর্থাৎ ফারসি ও ইংরেজি উপসর্গগুলি নিয়েও এই প্রশ্ন উঠবে" (রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার, ২০১২ : ২১৭)। আবার মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, "সংস্কৃত হইতে গৃহীত বাংলা ভাষার তৎসম শব্দে কোন কোন উপসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় 'অতি' ও 'প্রতি' ব্যতীত অন্য কোন উপসর্গের স্বাধীন প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না" (এনামুল, ২০০৯ : ৭০)। এখানে স্পষ্ট যে, কিছু কিছু উপসর্গের স্বাধীন প্রয়োগের বিষয়টি তিনি স্বীকার করেছেন। তবে 'অতি', 'প্রতি' ছাড়া অন্য কোনো উপসর্গের স্বাধীন প্রয়োগ নেই এমন মন্তব্যও উপসর্গ আলোচনায় সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। কারণ আরও কিছু উপসর্গ আছে যেগুলো বাক্যে স্বাধীন ও পূর্ণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উপসর্গ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন :

> মাছের ক্ষুদ্র পাখনাকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহাদেরই চালনা দ্বারা মাছ দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে বিশেষ গতি লাভ করে। কেবল তাই নয়, প্রাণীতত্ত্ববিৎদের চোখে তাহা খর্বাকৃতি হাত-পায়েরই সমিল। তেমনই য়ুরোপীয় আর্যভাষার Prefix ও ভারতীয় আর্যভাষার উপসর্গগুলি সাধারণত আমাদের চোখ এড়াইয়া যায় বলিয়া শব্দ ও ধাতুর অঙ্গে তাহাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে আমাদের হৃদয়ংগম হয় না। এবং তাহারা যে সম্ভবত আর্যভাষার প্রথমে বয়সে স্বাধীন শব্দরূপে ছিল এবং কালক্রমে খর্বতা প্রাপ্ত হইয়া পরাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ সংশয় আমাদের মনে স্থান পায় না। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ৭৪২)

রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্য থেকে বলা যায়, আগে থেকেই কিছু কিছু উপসর্গের স্বাধীন রূপ বিদ্যমান ছিল। তবে তিনি বলেছেন কালক্রমে উপসর্গের স্বাধীন রূপের ব্যবহার কমে গেছে এমন বক্তব্য আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। এখানে স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো, আমরা সব উপসর্গকে শব্দ এবং বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহারযোগ্য এমন কথা বলছি না। প্রচলিত ব্যাকরণের কিছু কিছু উপসর্গকে আমরা উপসর্গ না বলে পূর্ণ শব্দ এবং এদের স্বাধীন প্রয়োগ আছে বলে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রচলিত ব্যাকরণে উপসর্গ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন পর্যালোচনা করেই উপসর্গের নিয়ম-কানুনের গরমিল বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের উদাহরণ বর্ণনায় যেমন মধ্যযুগের কবিতার ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক তেমনি আধুনিক কবিতা ও প্রমিত ভাষায় বর্ণিত উদাহরণের ব্যবহার তুলে ধরা হয়েছে।

প্রচলিত ব্যাকরণের আড়, অজ, পাতি, ভর, ঊন (উন), অনু, ইতি, পরা, সম, অতি প্রভৃতি উপসর্গগুলোকে ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে পূর্ণ শব্দ হিসেবে দেখানো হয়েছে। একই সঙ্গে এগুলোর উৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক দিকও উদাহরণের সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা অভিধানে 'ঊন' এবং 'অনু' কে উপসর্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও আড়, অজ, পাতি, ভর, ইতি, পরা, সম, অতি প্রভৃতিকে শব্দ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বিষয়টি পর্যাপ্ত উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধে প্রতীয়মান হয়েছে, 'পাতি', 'ভর' ছাড়াও 'অজ', 'আড়', 'ইতি', 'ঊন', 'পরা', 'অনু', 'অতি' প্রভৃতি উপসর্গ পৃথক শব্দ। এগুলোকে আবার অব্যয়সূচক শব্দও বলা যায় না। কারণ, এ শব্দগুলো পরিবর্তনশীল এবং এগুলোর আভিধানিক অর্থও বিদ্যমান।

আমরা জানি, যার কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় (ন ব্যয়) বলে। 'পরা' ভাঙলে পাওয়া যায়, পর+আ, যার বিশেষণ অর্থ পরমা, শ্রেষ্ঠা; ক্রিয়া অর্থ পরিধান করা, দেহে ধারণ করা (কাপড় পরা); বিশেষ্য অর্থে পরিধান, অঙ্গে ধারণ (গহনা পরা); অব্যয় অর্থ আতিশয্য, বৈপরীত্য (এনামুল, শিবপ্রসন্ন ও স্বরোচিষ, ২০০০ : ৭২২)।

এখানে দেখা যাচ্ছে, অব্যয় অর্থ ছাড়াও 'পরা' আরও বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। বাক্যে ব্যবহার– "নারীটির বিকিনি পরা ছবি আদালতে পেশ করা হলো।" তাহলে 'পরা'কে শুধু অব্যয় হিসেবে দেখলে এর ব্যবহারের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

'আড়' বিশেষ্য হিসেবে আড়াল, অন্তরাল, প্রস্থ ও চওড়া এবং বিশেষণ হিসেবে তির্যক, বাঁকা, অর্ধেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা সাহিত্যে 'আড়' শব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়– 'লুকায় মেঘের আড়ে পলাতক শীর্ণ ম্লান শশী', 'ঐ গাছের আড়ে চলতি রাস্তার বামপার্শ্বে' (এনামুল, শিবপ্রসন্ন ও স্বরোচিষ, ২০০০ : ৯৭)।

সংস্কৃত অন্তরাল থেকে আড় শব্দটি এসেছে। আড় দেশি শব্দ। আড় শব্দের স্বাধীন ব্যবহার লক্ষ করার মতো। যেমন– "আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে" (জামিল, ২০১৬ : ১৩৭)। 'আড়' শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়যুক্ত হয়ে শব্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। যেমন– আড় + ই = আড়ি, অভিমান অর্থে; আড় + এ = আড়ে, আড়াল অর্থে; আড় + আই = আড়াই, দুই এবং অর্ধেক অর্থে; আড় + আ = আড়া, তেরচা ভাব অর্থে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বাক্যে 'আড়' শব্দের স্বাধীন প্রয়োগ দেখানো যেতে পারে। এভাবে :

আমি গাছের আড়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের সব কথা শুনেছি।
জঙ্গলের আড়ে ছেলেটি লুকিয়ে পড়ল।
তোমার সাথে আমার জন্মের আড়ি।
আড়াই বছর ধরে আমি পরিশ্রম করছি।
এত দিনেও তোমার আড় ভাঙল না।

'অজ' বিশেষণ অর্থে খাঁটি, পুরাদস্তুর, নিরেট এবং বিশেষ্য অর্থে ছাগল, মেষ। বাংলা সাহিত্যেও 'অজ' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়– 'পুত্র হৈলে দুই অজা সুতা হৈলে এক' (এনামুল, শিবপ্রসন্ন ও স্বরোচিষ, ২০০০ : ১৩)। 'অজ' শব্দের অর্থ কারো গর্ভে জাত নয় এমন, অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান এমন, যার জন্ম মৃত্যু বা বিনাশ নেই। ঈশ্বর, বিষ্ণু, শিব, কামদেব (জামিল, ২০১৬ : ২০)। এছাড়াও অজ পুরুষবাচক এবং 'অজ' এর সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীবাচক 'অজা' শব্দ গঠন করা হয়।

'পাতি' বিশেষণ অর্থে ক্ষুদ্র ও নিম্ন পর্যায়ভুক্ত; বিশেষ্য অর্থে জলজ তৃণবিশেষ, বাঁশের নির্মিত ছোট ঝুড়ি, পত্র, পর্ণ, পাতা এবং ক্রিয়া বিশেষণ অর্থ তন্ন তন্ন করে (পাতি পাতি করে খোঁজা)। পত্র অর্থে 'পাতি' শব্দের ব্যবহার— 'কপটে লিখিয়া পাতি মজাইলি মোর জাতি (কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)।' আবার বাঁশের নির্মিত ছোট ঝুড়ি অর্থে 'পাতি' শব্দের ব্যবহার– 'নানা সাজে ভরিলেন পাতি' (এনামুল, শিবপ্রসন্ন ও স্বরোচিষ, ২০০০ : ৭৪৪)। 'পাতি' শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত করে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন– √পাতি + ত = পাতিত। বাক্যে 'পাতি' শব্দের স্বাধীন ব্যবহার। যেমন :

বাহিরে বিজনে হাসনুহেনায় জ্বলিছে জোনাক-পাতি।– ব্যথার আরতি (মোহিতলাল মজুমদার)
সুলভ মূল্যে চা পাতি পাইকারি বিক্রয় করা হয়।

'ভর' ভাঙলে পাওয়া যায়, ভৃ+অ (অচ), যার বিশেষ্য ভার, চাপ, অবলম্বন, নির্ভর অর্থে ব্যবহার— 'পরের সাহায্যে তাকে ভর করে চলতে হয়'; আবির্ভাব, অধিষ্ঠান অর্থে ব্যবহার— 'কবিরাজের ধারণা, মেয়েটার উপর জিনের ভর'; আধিক্য অর্থে ব্যবহার— 'মনভরে কথাই বলে না'; বিশেষণ সকল, সমস্ত অর্থে ব্যবহার— 'দিনভর'; ভরা, পূর্ণ, পরিপূর্ণ অর্থে ব্যবহার– 'ভরপেট, ভর-দুপুর'; পরিমিত, পরিমাণ অর্থে ব্যবহার— 'সের ভর' (এনামুল, শিবপ্রসন্ন ও স্বরোচিষ, ২০০০ : ৯১৯)। 'ভর' শব্দটির সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েও নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন— √ভৃ + অনীয় = ভরণীয়, √ভৃ + অন = ভরণ প্রভৃতি। বাক্যে 'ভর' শব্দের স্বাধীন ব্যবহার। যথা—

লোকটি আমার বিশ্বাসের উপর ভর করেছিল।
লোকটি ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে।

'ইতি' ভাঙলে পাওয়া যায়, ই+তি (ক্তি), যার অব্যয় অর্থ সমাপ্তিসূচক শব্দ, বিশেষ্য শেষ, খতম, অবসান, রফা অর্থে ব্যবহার— 'পড়ল ধুমের দফায় ইতি'; ক্রিয়া বিশেষণ এদিকে অর্থে ব্যবহার— 'বধূ চমকিয়া ইতি-উতি চায়' (এনামুল, শিবপ্রসন্ন ও স্বরোচিষ, ২০০০ : ১৩৮)। তাছাড়া ইত্যনুসারে = ইতি + অনুসার + এ, ইত্যবকাশে = ইতি + অবকাশ + এ, ইত্যাকার = ইতি + আকার প্রভৃতি শব্দগুলোর মূল হচ্ছে 'ইতি'। 'ইতি' থেকেই এসব শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে 'ইতি' শব্দটি শব্দের বৈচিত্র্য তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বাক্যে 'ইতি' শব্দের ব্যবহার :

মাশরাফি ক্রিকেট জীবনের ইতি টানলেন।
অবশেষে মন্ত্রী তার বক্তৃতার ইতি টানলেন।

'অতি' শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায়, √অত + ই, যার অর্থ অধিক, অতিরিক্ত। প্রবাদে 'অতি' শব্দের ব্যবহার উল্লেখ করার মতো। যেমন :

অতি চালাকের গলায় দড়ি।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

আবার বাক্যে পূর্ণ শব্দ হিসেবেও 'অতি' শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন : বিশ্বে অতি ধনী মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রে।

'সম' ভাঙলে পাওয়া যায়, সম+অ (অচ), যার বিশেষণ যোগ্য, তুল্য, সমান অর্থে ব্যবহার— 'উভয়ের মধ্যে সমতা দেখা যায়' (এনামুল, শিবপ্রসন্ন ও স্বরোচিষ সম্পাদিত, ২০০০ : ১১১৯)। এখানে দেখা যাচ্ছে, 'সম'-এর সঙ্গে 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দটি হয়েছে সমতা। বাক্যে ব্যবহার :

শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা দেখা গেলেও কর্মক্ষেত্রে রয়েছে বৈষম্য।
ছেলেটি সমান ভাগ চায়।

তাহলে 'সম'কে শুধু অব্যয়সূচক শব্দাংশ বলা আলোচ্য প্রবন্ধে প্রশ্নবিদ্ধই মনে হয়।

'ঊন'কে বাংলা উপসর্গ বলা হয়। 'ঊন'কে ভাঙলে পাওয়া যায় ঊন+অ (অচ), যার আভিধানিক অর্থ কম, ন্যূন, দুর্বল, কমজোর, অসম্পূর্ণ, হীন প্রভৃতি। 'ঊন'র সঙ্গে 'অ', 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করা যায়। তাহলে 'ঊন'কে অব্যয়সূচক শব্দাংশ বলা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে এটাই স্বাভাবিক। 'ঊন' উপসর্গ হিসেবেও কম অর্থ প্রকাশ করে। প্রবাদে আছে, 'ঊনা ভাতে দুনা বল।' আবার বাংলা

সাহিত্যে 'ঊন' শব্দের ব্যবহারও পাওয়া যায়— 'তবে কিনা প্রভুর ভাণ্ডার নাই ঊন' (এনামুল, শিবপ্রসন্ন ও স্বরোচিষ, ২০০০ : ১৭৫)। কাজেই দেখা যায়, 'ঊন' পৃথক শব্দ হিসেবে বিবেচিত এবং অব্যয়সূচক শব্দাংশ বলা নিয়ে বিতর্ক থেকে যায়।

'অনু'কে ভাঙলে পাওয়া যায় অন+উ, যার আভিধানিক অর্থ অনুরূপ, অনুযায়ী। বাংলা সাহিত্যেও 'অনু' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়— 'নৃপতি কিঙ্কর, সেবি নিরন্তর, আজ্ঞা অনুজেই কর্ম' (এনামুল, শিবপ্রসন্ন ও স্বরোচিষ, ২০০০ : ২৯)। 'উপসর্গের মত ব্যবহৃত অপর শব্দ আড় (অর্ধ), ঈষৎ এবং তির্যক অর্থে। যেমন— আড়-ঘোমটা, আড়-চাউনি, আড়-পাগলা' (সুকুমার, ২০১৮ : ২৬০)। 'পাতি', 'ভর', 'অজ', 'আড়', 'ইতি', 'ঊন', 'পরা', 'অনু', 'অতি' নামে প্রচলিত উপসর্গগুলো পরিবর্তনযোগ্য বলে এগুলো পূর্ণ শব্দ এবং এগুলোকে অব্যয়সূচক শব্দাংশ বলা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক।

তাই আলোচ্যমান প্রবন্ধে প্রতীয়মান হয়, উপসর্গ অব্যয়সূচক শব্দাংশ এবং এর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই— এ রকম মন্তব্য সার্বিক অর্থে প্রযোজ্য নয়, এটা স্পষ্টই প্রমাণিত।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন :

> অ (নঞ) এবং কু এই দুইটি উপসর্গ মধ্যে পরিগণিত না হলেও বাঙ্গালা ব্যাকরণে ইহাদিগকে উপসর্গ বলিয়া গণ্য করা উচিত। "সুসময়" এই স্থানে যদি "সু" উপসর্গ হয়, তবে "অসময়" এবং "কুসময়" এই দুই শব্দে "অ" "কু" কেন উপসর্গ হইবে না। (শহীদুল্লাহ, ২০০৮ : ১১১)

পরবর্তীকালে মুহম্মদ এনামুল হক 'অ' এবং 'কু' বাংলা উপসর্গে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা উপসর্গ নির্ধারণ করেছেন একুশটি। এখন 'অ' এবং 'কু' যদি বাংলা উপসর্গ হিসেবে পরিগণিত হয়, তাহলে তৎসম উপসর্গ বলা যাবে না কেন? 'অ' উপসর্গ দিয়ে যদি অপয়া, অকাজ বাংলা উপসর্গ হতে পারে, তাহলে 'অ' দিয়ে অসুন্দর, অযোগ্য তৎসম উপসর্গ হতে বাধা থাকবে এটা আলোচ্যমান প্রবন্ধে প্রতীয়মান হয় না। আবার একইভাবে 'কু' দিয়ে কুকাজ, কুকথা যদি বাংলা উপসর্গ হয়, তাহলে কুপ্রস্তাব, কুদৃষ্টি প্রভৃতি শব্দও তৎসম উপসর্গ হতে বাধা নেই।

প্রচলিত ব্যাকরণে উপসর্গ আলোচনায় বলা হয়, আ, সু, বি, নি– এ চারটি বাংলা ও তৎসম উভয় উপসর্গে পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে, এ উপসর্গগুলো বাংলা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে বাংলা উপসর্গ আর তৎসম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে তৎসম উপসর্গ হয়।

> বাংলা উপসর্গ যেমন বাংলা শব্দের আগে বসে, তেমনি তৎসম উপসর্গ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের আগে বসে। বাংলা উপসর্গের মধ্যে আ, সু, বি, নি– এ চারটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়। বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যে শব্দটির সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়, সে শব্দটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা, আর সে শব্দটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা, আর সে শব্দটি তৎসম হলে সে উপসর্গটিও তৎসম হয়। যেমন— আকাশ, সুনজর, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব উপসর্গ আ, সু, বি, নি-ও বাংলা। আর আকণ্ঠ, সুতীক্ষ্ণ, বিপক্ষ ও নিদাঘ তৎসম শব্দ। কাজেই এসব শব্দের উপসর্গ আ, সু, বি, নি-ও তৎসম উপসর্গ। (মুনীর ও মোফাজ্জল, ২০১৮ : ৭৪)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'আড়' বাংলা উপসর্গের সঙ্গে তৎসম শব্দ যুক্ত হলেও এনামুল হক, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাকে বাংলা উপসর্গ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। যেমন— আড়-নয়ন, আড়-ক্ষেপা। এখানে নয়ন ও ক্ষেপা সংস্কৃত শব্দ। তাহলে এ দুটি শব্দের সঙ্গে বাংলা 'আড়' উপসর্গ যুক্ত হয়ে তাকে বাংলা উপসর্গ বলা নিয়ে বিতর্ক থেকে যায়।

এভাবে এ রকম বেশ কিছু উদাহরণ আলোচ্যমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা যায়। যেমন— 'অজ' দিয়ে অজ-মূর্খ; 'অনা' দিয়ে অনাবৃষ্টি, অনাসৃষ্টি; 'ইতি' দিয়ে ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে (ইতঃপূর্বে);

'কদ' দিয়ে কদর্য; 'কু' দিয়ে কুপথ্য, কু-অভ্যাস, কুদৃষ্টি; 'ভর' দিয়ে ভরসন্ধ্যে প্রভৃতি উপসর্গযুক্ত শব্দগুলো ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা উপসর্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলা উপসর্গের সঙ্গে তৎসম শব্দ এবং তৎসম উপসর্গের সঙ্গে বাংলা শব্দ যোগ হলে আ, সু, বি, নি— এ চারটি উপসর্গ ছাড়াও আরও কিছু উপসর্গ বাংলা ও তৎসম উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই আ, সু, বি, নি— এ চারটি উপসর্গই শুধু বাংলা ও তৎসম উভয় উপসর্গেই ব্যবহৃত হবে উপসর্গকেন্দ্রিক আলোচনায় এমন মন্তব্য কতটা যৌক্তিক তা ভাববার বিষয়। কাজেই বলা যায়, আ, সু, বি, নি— এ চারটি উপসর্গ ছাড়াও অ, কু, অজ, অনা, ইতি, কদ, ভর প্রভৃতি উপসর্গও তৎসম উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

'অতি' যেমন শব্দের সামনে ব্যবহৃত হয়, তেমনি আবার শব্দের শেষেও যুক্ত হয়। শব্দের সামনে উপসর্গ হিসেবে অতিকায়, অতিমানব, অতিশয় ইত্যাদি। আবার শব্দের শেষে প্রত্যয় হিসেবে বসতি (বস্+তি), চলতি (চল্+তি), উঠতি (উঠ্+তি) ইত্যাদি। এভাবে 'অতি' শব্দের আগে ও পরে যুক্ত হতে পারে বা স্বাধীন শব্দ হিসেবেও বাক্যে ব্যবহৃত হতে বাধা নেই।

উপসর্গযোগে কিছু কিছু শব্দ সমাস, সন্ধি এবং প্রত্যয়জাত। দুর্ভাগ্য (বহুব্রীহি), দুর্নাম (বহুব্রীহি), অনুতাপ (অব্যয়ীভাব), প্রভাব (প্রাদী) প্রভৃতি শব্দ সমাস ও উপসর্গযোগে শব্দ, তা স্পষ্টভাবেই বলা যায়। উপসর্গযোগে গঠিত দুর্নাম, দুর্লভ, উদ্যম, সুগম প্রভৃতি শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়জাত হিসেবেও বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন— দুঃ + √লিভ্ + অ = দুর্লভ, উৎ + √যম্ + অ (ঘঞ) = উদ্যম, সু + √গম্ + অ (য) = সুগম।

সন্ধিতে ত+ছ = চ্ছ হয়, এমন একটি সন্ধিজাত শব্দ উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ; আবার স্বরধ্বনির পর 'ছ' থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব 'চ্ছ' হয়, এমন একটি সন্ধিজাত শব্দ পরি + ছদ। উচ্ছেদ এবং পরিচ্ছদ শব্দ দুটি 'উৎ' ও 'পরি' উপসর্গযোগেও গঠিত হয়েছে। তাহলে শব্দ দুটি একই সঙ্গে উপসর্গ ও সন্ধিযোগে তৈরি শব্দ— সেটা আলোচ্য প্রবন্ধে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়।

প্রচলিত ব্যাকরণে বাংলা উপসর্গ ২১টি, আর তৎসম উপসর্গ ২০টি। উপসর্গ আলোচনায় বাংলা ও তৎসম উপসর্গের এমন নির্দিষ্টকরণ একধরনের সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উল্লিখিত আলোচনা ও উপসর্গের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে উপসর্গের নির্দিষ্টকরণের বাইরে আরও কিছু নমুনা উপস্থাপন করা যায় এবং এসব শব্দ উপসর্গের মতোই বৈশিষ্ট্য বহন করে। যেমন— 'আধ' দিয়ে আধমরা, আধময়লা; 'পর' দিয়ে পরনিন্দা, পরচর্চা, পরগাছা, পরচুলা, পরপীড়ন, পরপুষ্ট, পরভৃৎ প্রভৃতি আমাদের কাছে উপসর্গযুক্ত শব্দই মনে হয়।

এ ছাড়াও জ্যোতিভূষণ চাকী তাঁর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থে বলেছেন :

> আগ, আট, উপর, উপরি, ছিঁচ, পাছ-পিছ, পাশ, মগ, মাঝ, মিত-নিত— এগুলোকেও বাংলা উপসর্গের মধ্যে ধরা চলে। যেমন— 'আগ' দিয়ে আগজল, আগবাড়ান; 'আট' দিয়ে আটচালা, আটকৌড়ে, আটকপালে, আটপিঠ; 'উপর' দিয়ে উপরটপকা, উপরচটকা, উপরচাল, উপরচালাকি, উপরিআয়, উপরিখরচ, 'ছিঁচ' দিয়ে ছিঁচকাঁদুনে, 'পাছ'-'পিছ' দিয়ে পাছমোড়া, পিছমোড়া, পিছটান; 'পাশ' দিয়ে পাশবালিশ, পাশদুয়ার, পাশখালি, পাশখেদান; 'মগ' দিয়ে মগডাল; 'মাঝ' দিয়ে মাঝগাঙ, মাঝমাঠ, মাঝদোর, মাঝদরিয়া; 'মিত'-'নিত' দিয়ে মিতবর, নিতবর। (জ্যোতিভূষণ, ২০০১ : ১৫১)

আবার,

> উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে। অর্থাৎ কোনো অর্থ উপসর্গের নেই, কিন্তু প্রতিটি উপসর্গের একটা অর্থের ভাব আছে। অন্য শব্দের আগে বসলেই তার সেই ভাবটা ফুটে ওঠে। অবশ্য বাংলায় দু-একটা উপসর্গকে স্বাধীনভাবে একেবারে খাঁটি শব্দের মতো বাক্যে ব্যবহার

> করা হয়। তখন তাদের রীতিমতো অর্থ থাকে। যেমন— ওই যে বললাম প্রতিটি উপসর্গেরই একটা অর্থের ভাব আছে, এখানে "প্রতি"র মতো "অতি"ও একটি উপসর্গ। কিন্তু যখন বলি "অতি বাড় ভালো নয়" তখন "অতি" একটি পুরোপুরি অর্থযুক্ত শব্দ। (যতীন, ২০১৫ : ১৪৫)

'প্রতি' উপসর্গটি অনুসর্গ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। 'টাকা প্রতি এক পয়সা সুদ' (সুকুমার, ২০১৮ : ২০৫)। আবার,

> উপসর্গীয়-প্রত্যয় বা গতি (Prefix) শব্দের পূর্বে বসে। সংস্কৃতে এই ধরনের শব্দাংশ ছিল একটিমাত্র, নঞর্থ অ-(ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে) ও তাহার রূপান্তর অন্-(স্বরধ্বনির পূর্বে) কিন্তু ইহা উপসর্গ অথবা প্রত্যয় বলিয়া গণ্য হইত না, নঞর্থ শব্দের সমাস-পূর্বপদ বলিয়াই গণ্য ছিল। যেমন অ-শেষ, অন্-অবসর। এই নঞর্থ উপসর্গীয় প্রত্যয়টি অ-, অন-, অনা- রূপে বাঙ্গালাতেও আসিয়াছে। যেমন— অকাজ, অবুঝ, অনহিত, অনাসৃষ্টি। (সুকুমার, ২০১৮ : ২৬০)

প্রতি শব্দের আগেও বসে, আবার পরেও বসে। যেমন— মণপ্রতি, প্রতিমণ। শব্দের আগে ও পরে 'প্রতি'র এমন স্বাধীন ব্যবহার ভাষায় শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্যকেই প্রকাশ করে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ এনামুল হক, জ্যোতিভূষণ চাকী, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ ব্যাকরণবিদ সংস্কৃত উপসর্গ ২০টি বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন— প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অনু, অব, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে উল্লিখিত ২০টি উপসর্গ ছাড়াও "অন্তর্-, অন্তঃ" নামে আরও একটি উপসর্গের কথা উল্লেখ করেছেন। তাহলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লিখিত তৎসম উপসর্গের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১টি। বর্তমানে প্রচলিত প্রথাগত ব্যাকরণ গ্রন্থগুলোতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লিখিত "অন্তর্-, অন্তঃ" বাদ দিয়ে তৎসম উপসর্গ ২০টি বলে উল্লেখ করা হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, জ্যোতিভূষণ চাকী প্রমুখ ব্যাকরণবিদ উপসর্গ আলোচনায় বাংলা উপসর্গের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার উল্লেখ করেননি। কিন্তু মুহম্মদ এনামুল হক, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বাংলা উপসর্গ ২১টি উল্লেখ করেছেন। যতীন সরকার খাঁটি বাংলা উপসর্গের সংখ্যা বিশটি উল্লেখ করেছেন— "অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সু, হা" (যতীন, ২০১৫ : ১৪৩)। বর্তমানে প্রচলিত প্রথাগত ব্যাকরণ গ্রন্থগুলোতে বাংলা উপসর্গ ২১টি বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আলোচ্যমান প্রবন্ধে প্রতীয়মান হয়েছে, উপসর্গ আলোচনায় উপসর্গের এমন নির্দিষ্টকরণে বিতর্ক থেকে যায়। কারণ প্রচলিত উপসর্গগুলোর বাইরে উপসর্গ বৈশিষ্ট্য বহন করে এমন অনেক উদাহরণ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন আসা যাক বিদেশি উপসর্গ আলোচনায়। আলোচ্যমান প্রবন্ধে প্রতীয়মান হয়েছে, বিদেশি অনেক উপসর্গই পৃথক শব্দ। আবার সমাস সাধিত শব্দও বলা চলে। ফারসি, আরবি, ইংরেজির অনেক উপসর্গই সমাস সাধিত শব্দ। যেমন— ফারসি 'না' উপসর্গের নারাজ, নামঞ্জুর, নালায়েক; 'ফি' উপসর্গের ফি-রোজ, ফি-বছর, ফি-মাস; 'বে' উপসর্গের বেআদব, বেতার, বেকার; আরবি 'খাস' উপসর্গের খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা; ইংরেজি 'ফুল' উপসর্গের ফুল-বাবু, ফুল-হাতা, ফুল-প্যান্ট, 'হাফ' উপসর্গের হাফ-হাতা, হাফ-প্যান্ট, হাফ-গিন্নি; 'হেড' উপসর্গের হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলভি প্রভৃতি সমাস সাধিত শব্দই মনে হয়।

আবার বিদেশি উপসর্গগুলো খেয়াল করলে দেখা যায়, আরবি উপসর্গের সঙ্গে আরবি, বাংলা, তৎসম, ফারসি শব্দ, ফারসি উপসর্গের সঙ্গে বাংলা, ফারসি, তৎসম, আরবি শব্দ এবং ইংরেজি উপসর্গের সঙ্গে বাংলা, ইংরেজি, তৎসম শব্দ যুক্ত হয়ে শব্দগঠন হচ্ছে। প্রথাগত

ব্যাকরণে যেখানে বাংলা উপসর্গের সঙ্গে বাংলা শব্দ এবং তৎসম উপসর্গের সঙ্গে তৎসম শব্দ যোগ করার কথা বলা হয়ে থাকে, সেখানে বিদেশি উপসর্গগুলোর সঙ্গে শব্দ যুক্ত হওয়ার বিষয়টিতে কোনো ধরাবাধা নিয়ম প্রযুক্ত হচ্ছে না। এককথায় বিদেশি উপসর্গের সঙ্গে যেকোনো ভাষার শব্দ যুক্ত হতে বাধা থাকছে না। তাহলে বাংলা ও তৎসম উপসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন নিয়ম নিয়ে বিতর্ক থেকে যায়।

সুকুমার সেন তিনটি তদ্ভব উপসর্গের কথা উল্লেখ করেছিলেন। যেগুলো পরবর্তী সময়ে উপসর্গ আলোচনায় আর স্থান পায়নি। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাঁর উল্লিখিত 'মাঝ' উপসর্গটি উপসর্গ হিসেবে চিহ্নিত হতে বাধা নেই। 'ভর' যদি উপসর্গ হিসেবে ধরা হয় তাহলে 'মাঝ' উপসর্গ হতে বাধা থাকার কথা না। 'তদ্ভব উপসর্গ পাই তিনটি— বিণু, বিনি এবং মাঝ। যেমন অপভ্রষ্টে "বিণু সন্তে" (শান্তি বিনা); প্রা-বা "বিণু আয়াসেঁ"; মা-বা "বিণি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন"; "গরু রাখি বুল তুমি মাঝ বৃন্দাবনে"; আ-বা "মাঝ দরিয়ায় ফেলে জাল কিনারায় বসে টান" (সুকুমার, ২০১৮ : ২০৫)। উপসর্গযুক্ত শব্দগঠনে এ রকম রীতিও চোখে পড়ে। যেমন— উপসর্গ+ধাতু+প্রত্যয়+প্রত্যয়। এ রকম শব্দগঠনকে পবিত্র সরকার 'জটিল নির্মিতি' (পবিত্র, ২০১৪ : ১১০) বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন— আ+দেখ+ইল+ইয়া+পনা= আদেখলেপনা। আবার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উপসর্গকে তদ্ধিত প্রত্যয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, "খাঁটি বাঙ্গালার স্বকীয় (অর্থাৎ প্রাকৃত-জ) উপসর্গ অতি অল্প। এই উপসর্গগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার 'শব্দের আদিতে অবস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয়' বলা চলে" (সুনীতিকুমার, ২০০৩ : ১৭০)। পবিত্র সরকার উপসর্গকে আদ্য প্রত্যয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার বলা হয়ে থাকে, উপসর্গ একজাতীয় অব্যয়বাচক শব্দ বা শব্দাংশ। শব্দ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠন হতে পারে, তার একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে উপসর্গ। কিন্তু উপসর্গের এমন বহুবিধ নামকরণ নিয়েও বিতর্ক থেকে যায়।

প্রথাগত ব্যাকরণে উল্লিখিত উপসর্গ-সাধিত অনেক শব্দই মৌলিক শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন— 'প্রণত, প্রকৃষ্ট, প্রচণ্ড, প্রকট, প্রসক্তি, প্রবেশিকা, প্রজা, প্রবীণ, প্রবণতা, নিষণ্ন, নিষেধ, নিকৃষ্ট, বিকাশ, বিয়োগ, প্রতিজ্ঞা, সুঠাম, নিঠুর' (বামনদেব, ২০১৫ : ৪৪৯-৪৫২)। 'প্রমাণ, অপকার, নিচয়, অনুজ, নিকৃষ্ট, প্রণাম, প্রকৃষ্ট' (রফিকুল, ১৯৯৮ : ৬৮, ৬৯)। 'প্রকাশ, প্রশংসা, প্রকট, প্রণীত, প্রকাশক, প্রণাম, প্রস্তাব, প্রকার, অপসৃত, নিকট, নিভ, নিদাঘ, নিত্য, অবজ্ঞা, অবকাশ, বিষম, বিশেষিত, সুকর, পরিণয়, পরিণতি, প্রতিকার, আকাশ' (জগদীশ এবং অনিল চন্দ্র, ১৯৯৭ : ৯০-৯২)। 'প্রমাণ, প্রকীর্ণ, প্রণাম, অনুজ, অবচয়, সুকর, প্রতিষেধক, পরিবেষণ, উপকার, উপচয়, আকীর্ণ' (জ্যোতিভূষণ, ২০০১ : ১৪৬, ১৪৭, ১৫১)। 'প্রকাশ, প্রণীত, প্রশংসা, প্রকার, প্রচণ্ড, নিকট, অবজ্ঞা, অবসাদ, অনুজ, অধিকার, অধিষ্ঠান, পরিমাণ' (যতীন, ২০১৫ : ১৪৫, ১৪৬)। 'নিরেট, কদর্য, আলুনি, নির্ণয়, নিদাঘ, অবজ্ঞা, অবসান, অনুকার, পরিমাণ, অধিষ্ঠা' (মুনীর ও মোফাজ্জল ২০১৮ : ৭৩, ৭৫)।

প্রথাগত ব্যাকরণে উল্লিখিত শব্দগুলোকে উপসর্গযুক্ত সাধিত শব্দ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এমনটি মনে হয় না। আবার ধাতুর সামনে উপসর্গ যুক্তে হয়ে নতুন শব্দ গঠন করা হয়। কিন্তু উল্লিখিত উদাহরণগুলোতে ধাতুর রূপ চিহ্নিত করা যায় না। এ প্রসঙ্গে শিশির ভট্টাচার্য্যের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "প্রণাম' বা 'প্রবণতা'র মতো শব্দে অর্থহীন ধ্বনিক্রম 'ণাম' বা 'বণতা'র মধ্যে কোন ধাতু আছে এবং সে ধাতুর কী অর্থ তা এক সংস্কৃতজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ছাড়া কোনো সাধারণ বাংলাভাষীর পক্ষে জানা সম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি' (শিশির, ২০১৬ : ২১৩)। উল্লিখিত কিছু উদাহরণ বিশ্লেষণ করে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন—

উপসর্গ	উপসর্গ সাধিত শব্দ	ধাতুরূপ
প্র	প্রমাণ, প্রণাম, প্রকৃষ্ট, প্রয়োগ, প্রকাশ, প্রণত, প্রচণ্ড, প্রকট, প্রসক্তি, প্রবেশিকা, প্রজা, প্রবীণ, প্রবণতা, প্রকাশ, প্রশংসা, প্রণীত, প্রগলভ, প্রকার, প্রকাশক, প্রস্তাব, প্রকীর্ণ	মাণ, ণাম, কৃষ্ট, য়োগ, কাশ, নত, চণ্ড, কট, সক্তি, বেশিকা, জা, বীণ, বণতা, কাশ, শংসা, ণীত, গলভ, কার, কাশক, স্তাব, কীর্ণ
অপ	অপকার, অপসৃত	কার, সৃত
নি	নিচয়, নিরাশ, নিকৃষ্ট, নির্ণয়, নিমীলন, নিয়ম, নিষণ্ন, নিষেধ, নিকট, নিভ, নিদাঘ, নিত্য, নিরেট, নিঠুর, নিষিক্ত	চয়, রাশ, কৃষ্ট, র্ণয়, মীলন, য়ম, ষণ্ন, ষেধ, কট, ভ, দাঘ, ত্য, রেট, ঠুর, ষিক্ত
অনু	অনুজ, অনুকার	জ, কার
আ	আলুনি, আস্থা, আহ্লাদ, আকীর্ণ, আকাশ	লুনি, স্থা, হ্লাদ, কীর্ণ, কাশ
অব	অবজ্ঞা, অবকাশ, অবচয়, অবসাদ, অবসান	জ্ঞা, কাশ, চয়, সাদ, সান
অভি	অভিজ্ঞ	জ্ঞ
অধি	অধিকার, অধিষ্ঠান	কার, ষ্ঠান
সু	সুকর, সুঠাম	কর, ঠাম
প্রতি	প্রতিজ্ঞা, প্রতিকার, প্রতিষেধক	জ্ঞা, কার, ষেধক
বি	বিকাশ, বিয়োগ, বিষম, বিশেষিত	কাশ, য়োগ, ষম, শেষিত
উপ	উপকার, উপচয়	কার, চয়
পরি	পরিমাণ, পরিবেষণ, পরিণতি, পরিণয়	মাণ, বেষণ, ণতি, ণয়
পরা	পরায়ণ	য়ণ
অতি	অতিশয়	শয়

ওপরের তালিকায় উল্লিখিত ধাতুরূপ অর্থহীন ধ্বনিক্রম বলেই মনে হয়। আর অর্থহীন ধ্বনিক্রমের সামনে উপসর্গ যুক্ত করলে তাকে উপসর্গ দ্বারা গঠিত শব্দ বলা নিয়ে আলোচ্যমান প্রবন্ধে প্রশ্নের উদ্রেক হয়। বই, খাতা, কাগজ, কলম প্রভৃতি শব্দের মতো এগুলোও মৌলিক শব্দ। সংস্কৃত রূপতত্ত্বের আলোকে এ শব্দগুলোকে যৌগিক শব্দ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও আলোচ্যমান প্রবন্ধে, বাংলায় তা মৌলিক শব্দ হিসেবেই বিবেচনাযোগ্য।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উল্লিখিত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, উপসর্গ এক ধরনের অব্যয়বাচক শব্দ বা শব্দাংশ এবং এর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এমন মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক থেকে যায়। যদি ধরে নেওয়া হয়, উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, তাহলে প্রচলিত অনেক উপসর্গই আর উপসর্গ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ প্রচলিত অনেক উপসর্গই পূর্ণ শব্দ, যাদের আভিধানিক অর্থ

রয়েছে, যাদের পরিবর্তন করা যায় এবং বাক্যে স্বাধীন শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রথাগত চিন্তার বাইরে উপসর্গের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণে নতুন করে ভেবে দেখা উচিত। উপসর্গের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে প্রয়োজন অনুসারে উপসর্গ সংযোজন এবং বিয়োজন করে উপসর্গগুলোকে বাংলা পাঠ্যগ্রন্থে নতুনভাবে দেখা যেতে পারে।

সহায়কপঞ্জি

জগদীশ ঘোষ এবং অনিলচন্দ্র ঘোষ (১৯৯৭)। *আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা*। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরি, কলিকাতা।

জামিল চৌধুরী (সম্পা., ২০১৬)। *আধুনিক বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

জ্যোতিভূষণ চাকী (২০০১)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

পবিত্র সরকার (২০১১)। *পকেট বাংলা ব্যাকরণ*। পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা।

(২০১৪)। *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বামনদেব চক্রবর্তী (২০১৫)। *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ*। অক্ষয় মালঞ্চ, কলকাতা।

মহাম্মদ দানীউল হক (২০১১)। *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (সম্পা., ২০১৮)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নবম-দশম শ্রেণি*। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক (২০০৯)। *ব্যাকরণ মঞ্জরী*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিষ সরকার (সম্পা., ২০০০)। *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (২০০৮)। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

যতীন সরকার (২০১৫)। *ব্যাকরণের ভয় অকারণ*। নন্দিত, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম (১৯৯৮)। *বাংলা ব্যাকরণ সমীক্ষা*। হাবিব প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পা., ২০১২)। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রথম খণ্ড*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *উপসর্গ-সমালোচনা*। রবীন্দ্রসমগ্র খণ্ড ৬। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

শিশির ভট্টাচার্য্য (২০১৬)। *বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখা*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সুকুমার সেন (২০১৮)। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২০০৩)। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা।